আজকের কাগজ
তারিখ 12 MAY 1994 পৃষ্ঠা 8 কলাম ৩

অর্থনৈতিক নিরাপত্তাই গরিব দেশে শিক্ষা বিস্তারের নিশ্চয়তা

বিনোদ দাশগুপ্ত

...তিক ও শিক্ষাবিদ মাত্রই স্বীকার করবেন ...র দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনগণের এ... ...প্তিকত এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনেক জাতীয় লক্ষ্যের মত সমাজে বিরাজিত ব্যাপক গণনিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচীও বছরের পর বছর কেবল অবাস্তবায়িতই কিংবা কল্পনার জগতেই থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে সীমিত অগ্রগতি বলতে যা হয় তার গতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিকে দ্রুত পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার উপযোগী নয়। কোথাও সামান্য ব্যতিক্রম দেখা দিলেও তার গতি শামুকের মতই শ্লথ। এর মূল কারণ হচ্ছে এই যে, শিক্ষার অনগ্রসরতা থেকে শুরু করে শিল্প-বাণিজ্য এবং মানুষের চিন্তা-চেতনার অনগ্রসরতা পর্যন্ত কোনটাই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কাজেই এসব সমস্যার কোনটাকেই বিচ্ছিন্নভাবে সমাধান করা সম্ভব নয়। বরং এরূপ সম্ভাবনার কথা বলে মানুষকে আরও অধিকতর হতাশার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়। প্রতিটি সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক ব্যবস্থার মধ্যেই এর সমস্যার শিকড়গুলো প্রোথিত। তাই এর যে কোন সমস্যার সমাধান করতে চাইলে ঐ আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মর্মমূলে টান দিতে হবে— যেখানে ... দিলে অন্যান্য সমস্যার শিকড়েও টান ধরতে বাধ্য। কাজেই উন্নয়নশীল দেশের সামগ্রিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ... করে নিরক্ষরতা বা অন্য কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

এটা যে করা যাবে না সেটা এসব দেশের শাসক শ্রেণীও জানেন। এবং তাদের চেয়েও বেশি জানেন এসব দেশের তথাকথিত আন্তর্জাতিক সাহায্যদাতারা। কারণ এই আন্তর্জাতিক চক্রই উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনন্ত সমস্যার স্রষ্টা। হালে সমাজতন্ত্রানুসারী দেশগুলোকে বিপর্যয়ের ...ে ঠেলে দিয়ে তারা আরও অনেক দেশকে এরূপ অন্তহীন সমস্যার সাগরে নিক্ষেপ করেছে। এদের সে তৎপরতা আলোচনার পর আগে একালে গণশিক্ষা বিস্তারে সমাজতন্ত্রের লক্ষণীয় ভূমিকাটি উল্লেখ করা দরকার।

সমাজতন্ত্র ও গণশিক্ষা ঃ

এক্ষেত্রে এক সময়ের চির দুর্ভিক্ষের দেশ বলে পরিচিত মহাচীনের কথা বাদ দিলেও ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, বার্মা প্রভৃতি ছোট দেশের কথা উল্লেখ করা যায়। ঐদিকে পশ্চিম গোলার্ধের ক্ষুদ্র কিউবা তো একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হয়েই আছে। সাম্প্রতিককালে সমাজতন্ত্র বর্জনকারী প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতন্ত্রগুলো ছাড়া পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর উদাহরণও এখানে সহজে আনা যেতো। এসব উদাহরণ থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সব মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের সঙ্গে সঙ্গেই কেবল এসব দেশে শিক্ষারও অভূতপূর্ব বিকাশ সাধন করা সম্ভব হয়েছে।

মানুষের ইতিহাসে বারে বারে প্রমাণিত এই বাস্তব সত্যটির কথা মনে না রেখে শিক্ষার অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে যত বড় বড় পরিকল্পনা বা চমকপ্রদ কর্মসূচী ঘোষণা করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সবই কেবল অর্থহীন বাগাড়ম্বরে পরিণত হতে বাধ্য এবং হয়েছেও তাই।

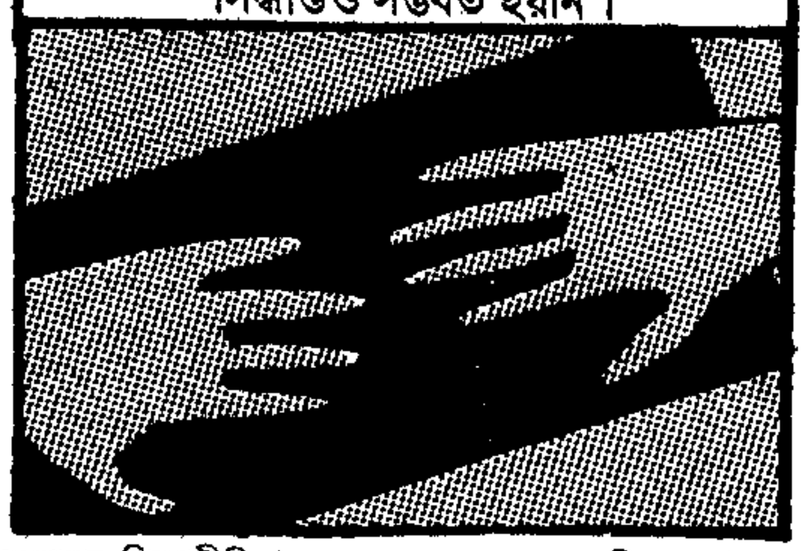

বাংলাদেশসহ গরীব উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আজকের দিনে প্রধানত উন্নত বা নব্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর চাপে শিক্ষা বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের মামুলী সব কর্মসূচীর নামে যেসব কর্মসূচী দেয়া বা অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হচ্ছে সেগুলো আসলে উপরে বর্ণিত পন্থায় সুন্দর

কিছু নয়। কারণ এসবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কোনটিতেই এ যাবত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত হয়নি, হবে না। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থা তথা ব্যাপক সাধারণ জনগোষ্ঠীর আর্থিক সংগতি বা নিরাপত্তাই শিক্ষার নিয়ামক শক্তি। সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ (আজকাল তো বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর নির্দেশেই নাকি উন্নয়নশীল দেশে সবই হয়) বাস্তব বা

> আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার সমস্যা আমাদের দেশে তো এক চিরন্তন শিরপীড়া হয়ে আছে। এর ফলে প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে বছরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে নতুন ক্লাসের বইপত্র পৌঁছে যাবার কথা থাকলেও কোন কোন সময় তা এপ্রিল/মে মাসে পৌঁছে কিংবা আদৌ পৌঁছে না। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর খাদ্যও দেশের আনাচে-কানাচে অবস্থিত স্কুলগুলোতে সময়মত পৌঁছবে কিনা আমরা জানি না। আসলে এটা কোথায় কিভাবে কার্যকর হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তও সম্ভবত হয়নি।

অবাস্তব শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে পারেন। কিন্তু সেই সব শিক্ষা গ্রহণকারীদেরকে তো তারা ঐ শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করাতে পারেন না, যাদের কাছে নিজেরা প্রাণে বাঁচা এবং আত্মজনদেরকে বাঁচানোটাই শি... গ্রহণের চেয়ে অনেক বড় কাজ, অনেক বড় কর্তব্য।

একেবারে হওয়া সম্ভব নয়, তেমন কথা অবশ্য আমরা বলতে চাই না। আমরা শুধু বলতে চাই যে, দেশের বেশিরভাগ মানুষের ন্যূনতম আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান হলেই কেবল শিক্ষার সহজ বা অবধারিত অগ্রগতি সাধিত হতে পারে। জনগণের আর্থিক এই স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থা কোন কোন পুঁজিবাদী কিংবা মিশ্র অর্থনীতি অনুসারী দেশও সার্থকভাবে করতে পেরেছে বলে জানা যায়। সেরূপ পথ অনুসরণের মাধ্যমে কোন কোন উন্নয়নগামী দেশ যদি শিক্ষা প্রসারে সফল হতে পারে তাতে কারো বলার কিছু থাকতে পারে না। তবে এ প্রসঙ্গে বর্তমানের আন্তর্জাতিক আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কথিত নিয়ন্ত্রিত বা আধাপুঁজিবাদী (যাদেরকে জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র বলা হয়) দেশগুলো সম্পর্কেও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

নব্য সাম্রাজ্যবাদের খেলা ঃ

অস্ত্র বা পাশবিক শক্তি বলে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে অপর দেশ দখলের প্রাচীন যে প্রথাকে সাম্রাজ্যবাদ বলা হতো সেটা এখন আর নেই। কিন্তু তা বলে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে ভাবলে ভুল হবে।

এ যুগে বিশ্ব জনমতের বিবর্তনের ফল বিশেষত শোষিত শ্রেণী ও সমাজতান্ত্রিক শক্তির বিকাশের কারণে সাম্রাজ্যবাদ তার রূপ ও কৌশল পাল্টিয়েছে মাত্র। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত ও ধনী জি-৭ নামে পরিচিত সাতটি দেশই আসলে গোটা পৃথিবীব্যাপী পরিপূর্ণ এক আধিপত্যবাদী রূপ ধারণ করে বর্তমান কালের নব্য সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের বিশ্বময় কর্তৃত্ব প্রসারিত করা ও বজায় রাখার প্রধান হাতিয়ার বানিয়ে তোলা হয়েছে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলকে (আইএমএফ)। জাতিসংঘও এখন তাদের এই হাতিয়ারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই আধিপত্যবাদী শক্তিগুলো তাদের অদৃশ্য দখলদারী থাবাগুলো সমগ্র দুনিয়ায় ক্রমশ মজবুত ও প্রসারিত করে চলেছে। এই জি-৭ গোষ্ঠীর নেতৃত্বে রয়েছে এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গোটা তৃতীয় তথা উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় শ'দেড়েক রাষ্ট্রের ওপর এদের কর্তৃত্বই সুপ্রতিষ্ঠিত। নিজেদের সম্পূর্ণ প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত এই দেশগুলোতে তারা মধ্যযুগীয় অতি প্রতিক্রিয়াশীল বহু সামন্তবাদী অবশেষ মিশ্রিত এক ধরনের বিকলাঙ্গ পুঁজিবাদকে লালন-পালন করলেও তাদের বাজার ও প্রভাব হারাবার ভয়ে এখানে তারা প্রকৃত পুঁজিবাদী বিকাশ কখনও হতে দেয়নি, দিচ্ছে না, দেবেও না। উন্নত দেশগুলো থেকে নেয়া তথাকথিত ঋণ ও সাহায্যের হিমালয় সদৃশ পর্বতে প্রায় চাপা পড়ে গেলেও অনেক ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৪০-৪৫ বছরেও এসব দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সামান্যতম উন্নতি হয়নি। বরং দিন দিন এদের সামগ্রিক অবস্থা খারাপই হচ্ছে। কাজেই পুঁজিবাদী পথেও যে এই দেশগুলোকে বিশ্ব কর্তৃত্বকামী তথা আধিপত্যবাদীরা বিকশিত হতে দেবে না, তা সুস্পষ্ট। এই অবস্থায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট বিভাগের ফাইলের বাইরে সফল হওয়ার সম্ভাবনা তো ...

সম্ভাবনাও প্রায় শূন্য। তাছাড়া পুঁজিবাদ বিকাশের একটা উল্লেখযোগ্য স্তরে পৌঁছতে না পারা পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রের পক্ষে জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। এ জন্যই এ কথাটি অনেকটা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, সমাজতন্ত্রই কেবল দ্রুত সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের নিশ্চয়তা দান করতে পারে।

শিক্ষা বিস্তারের অন্যান্য বাধা ঃ

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিদ্যমান ব্যাপক গণদারিদ্র্যই যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করার পথে প্রধান বাধা সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্যান্য আরও অনেক বাধা রয়েছে। এসব বাধার মধ্যে কুসংস্কার বা পশ্চাৎপদ চিন্তাধারা এবং অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি অন্যতম। কুসংস্কারের ফলে কোন কোন অভিভাবক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সন্তানদেরকে আধুনিক বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে মক্তবে বা ব্যক্তিগতভাবে মৌলভীর কাছে লেখাপড়া শিখতে পাঠায়। কেউ কেউ আবার ছেলেদেরকে সামান্য কিছু লেখাপড়া শেখাতে চাইলেও মেয়েদেরকে তা শেখানো একেবারে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। এছাড়া আধুনিক শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা (ধর্মীয়) পাশাপাশি চালু থাকায় দেশে অভিন্ন বা সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শিক্ষা চেতনাও বিকাশ লাভ করতে পারছে না।

এসবের বাইরে আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার সমস্যা আমাদের দেশে তো এক চিরন্তন শিরপীড়া হয়ে আছে। এর ফলে প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে বছরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে নতুন ক্লাসের বইপত্র পৌঁছে যাবার কথা থাকলেও কোন কোন সময় তা এপ্রিল/মে মাসে পৌঁছে কিংবা আদৌ পৌঁছে না। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর খাদ্যও দেশের আনাচে-কানাচে অবস্থিত স্কুলগুলোতে সময়মত পৌঁছবে কিনা আমরা জানি না। আসলে এটা কোথায় কিভাবে কার্যকর হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তও সম্ভবত হয়নি।

কিন্তু দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব থেকে শুরু করে স্কুলগৃহ, ছাত্রছাত্রীদের বসার বেঞ্চ বা কালোবোর্ড ও চক ইত্যাদির মত ন্যূনতম শিক্ষা সরঞ্জামের যে দারুণ অভাব রয়েছে তা সকলেরই জানা। এর ওপর আবার দেশে বিদ্যমান প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যাও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় একেবারে অপ্রতুল। অথচ সরকার নতুন করে সরকারি প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা আর বাড়াতে প্রস্তুত নয়।

এতসব প্রতিকূলতার মধ্যে বাধ্যতামূলক বা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী যে কখনও সফল হতে পারে না তা বোঝা যে কোন লোকের পক্ষেই সম্ভব। মূল কথা শিল্প-বাণিজ্যে ভয়ানক অনগ্রসর এবং অর্থনীতি সব শাখায় দারুণ পশ্চাৎপদ বাংলাদেশ যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এখনও তিন চতুর্থাংশের মত লোক অত্যন্ত প্রাচীন এক কৃষি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল (যে কৃষির আসলে এক-তৃতীয়াংশ লোককেও অর্থনৈতিকভাবে নিয়োজিত রাখার ক্ষমতা নেই) সেখানে সর্বাগ্রে কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও পরিবর্তন না করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করা সম্ভব নয়। কাজেই অনেক দরিদ্র সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের লম্বা লম্বা কথা বলে এই কর্মসূচীকে কেবল প্রহসনে পরিণত করা হচ্ছে। শিক্ষা কোন মহলের দান নয়। শিক্ষা লাভের অধিকার মানুষের অলংঘনীয় সামাজিক অধিকার। আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে তা অর্জন করতে হবে।

বিনোদ দাশগুপ্ত। কলাম লেখক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের ...